গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
আইন-২ অধিশাখা
www.moefcc.gov.bd

নং-২২.০০.০০০০.০৭০.১৭.০০৫.২০১৮-**২২**

তারিখঃ ২৮ পৌষ ১৪২৬ বাং / ১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ''বাংলাদশে চিড়িয়াখানা আইন-২০১৯'' এর খসড়ার উপর মতামত প্রেরণ।

সূত্র ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩৩.০১.০০০০.১৪৭.০১.০০২.১৩-৫৫৪নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন-২০১৯'' এর উপর এ মন্ত্রণালয়ের মতামত নিম্নরূপঃ-

ক্রঃনং	**প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯" এর ধারা/উপধারা**	**বন অধিদপ্তরের মতামত**
	যেহেতু চিড়িয়াখানা স্থাপন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়পরিচালিত চিড়িয়াখানাসমূহে প্রাণিসংগ্রহ, প্রাণিপালন ও সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সুনির্দিষ্টআইন থাকা বাঞ্ছনীয়। সেইহেতু এতদ্বারা চিড়িয়াখানা স্থাপন ও স্থাপিত চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহ, প্রাণিপালন ও সংরক্ষণ এবং চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ আইন করা হইল-	চিড়িয়াখানায় প্রদর্শনের জন্য সংগৃহীত অধিকাংশ প্রাণীই (৯০-৯৫%) বন্যপ্রাণী, যাহা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর তফসিল-১ ও ২ এর অন্তর্ভূক্ত রক্ষিত বন্যপ্রাণী হিসেবে ঘোষিত। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯ এ উল্লিখিত প্রাণি সংগ্রহ, প্রাণি পালন ও সংরক্ষণ "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরপত্তা) আইন,২০১২" এর ধারা ৬, ২৪ ও ২৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ৬,২৪ ও ২৮ মোতাবেক লাইসেন্স বা ক্ষেত্র খাতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা সংগ্রহ ও আমদানি করতে পারবেন না। ধারা ৩৪, ৩৯ ও ৪০ মোতাবেক উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য দন্ডের বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত বন্যপ্রাণী সংগ্রহ, লালন-পালন বা ট্রফি থাকলে তা অবৈধ ও দন্ডযোগ্য অপরাধ।
	২। সংজ্ঞার্থ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে- (১) 'আবদ্ধ প্রজনন' (Conservation Breeding) অর্থ স্বাভাবিক মিলন, কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তরের মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি; (৩) 'চিড়িয়াখানা' অর্থ প্রাণি উদ্যান বা আবাসস্থল যেখানে প্রাণীকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বা সংখ্যা যাহাই হোক, আবদ্ধঅবস্থায় রাখিয়া জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, গবেষণা, দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য প্রদর্শন ও শিক্ষার জন্য প্রতিপালন করা হয়; (৫) "প্রাণী' অর্থ মানুষ ব্যতীত যে কোন প্রাণী; (৭) 'বিপন্ন প্রজাতি' অর্থ কোন বন্যপ্রাণী যাহা বর্তমানে মহাবিপদাপন্ন অবস্থায় আছে বা না থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রহিয়াছে বা সরকার বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে এমন প্রাণী; ৯) 'বেসরকারি চিড়িয়াখানা' অর্থ কোন স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিড়িয়াখানা;	প্রস্তাবিত চিড়িয়াখানা আইনে "আবদ্ধ প্রজনন" (Conservation Breeding) সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি Captive Breeding নামেই বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত ও সর্বজন গৃহীত। প্রস্তাবিত আইনের ধারা-২, উপধারা (১) এ "আবদ্ধ প্রাণী" উল্লেখ থাকলেও এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। "আবদ্ধ প্রাণী" এর সংজ্ঞা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২, উপধারা (৩) এ প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২, উপধারা (৩) এ "আবাসস্থল" উল্লেখ থাকলেও এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া চিড়িয়াখানার ক্ষেত্রে "কৃত্রিম আবাসস্থল" শব্দচয়ন করা বাঞ্চনীয়। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২ উপধারা (৫) এ "প্রাণী"র সংজ্ঞায় মানুষ ব্যতীত যে কোন প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ অধিকাংশ প্রাণী (৯০-৯৫%) বন্যপ্রাণী, এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীর সাথে বন্য প্রাণীকে একত্রীভূত করা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় "বন্যপ্রাণী" উল্লেখ করা হলেও বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি।এক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২,উপধারা(২৫) এ প্রদত্ত বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২, উপধারা (৭) এ বিপন্ন প্রজাতির সংজ্ঞা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর ধারা ২, উপধারা (৩০) অনুসরন করা যৌক্তিক। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২, উপধারা (৯) বাংলাদেশের বেসরকারী পর্যায়ে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বন্যপ্রাণী খামার ও প্রদর্শন সৃষ্টির উদ্যোগ দেশের বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বেসরকারী মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হলে বন্যপ্রাণী আটক/সংগ্রহ করে চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করার প্রবনতা সৃষ্টি হবে। প্রকৃতিতে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়বে। কাজেই বেসরকারী মালিকানায় চিড়িয়াখানা স্থাপন সুযোগ না দেওয়াই সমীচীন।
	৩।আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও উহার ব্যবস্থাপনা, প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৩ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেননা উক্ত প্রস্তাবিত ধারা ৩ বহাল থাকলে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালাসমূহ, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন,২০১৭ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য প্রণীত আইন ও বিধি বিধি-বিধান সমূহ প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে, যার ফলে দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। উক্ত ধারার মাধ্যমে দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিধানাবলী অকার্যকর হয়ে পড়বে। কাজেই উক্ত ধারা

		আইনে সন্নিবেশিত না করা সমীচীন।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার ধারাবাহিক

	৫।মহাপরিচালকের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীনে চিড়িয়াখানায় প্রাণি সংগ্রহ, আমদানি, তদারকি, ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও সুবিধা এবং আবদ্ধ প্রজনন (Conservation Breeding) সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদানের ও পরিদর্শনের ক্ষমতা মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। (২) উপধারা (১)-তে বর্ণিত ক্ষমতা মহাপরিচালক তাঁহার অধীন কিউরেটর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উপর অর্পন করিতে পারিবেন।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৫, উপধারা (১) (২) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৬, ২৪, ২৮ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেননা Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora (CITES) এর সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর CITES Management & Enforcement Authority হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং কাজ করে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর ধারা ২৮ বলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর,বাংলাদেশে CITES Appendix ভুক্ত প্রাণী আমদানির পারমিট ওCITES Appendix বহির্ভূত অন্যান্য প্রাণী আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তি পত্র ইস্যু করে থাকেন। প্রস্তাবিত আইনে মহাপরিচালক বা তার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রাণী সংগ্রহ আমদানি করার ক্ষমতা প্রদান করা হলে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আওতায় প্রাণী আমদানি পদ্ধতি ও এর বিধি-বিধান সমূহ লংঙ্ঘিত হবে। লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত বন্যপ্রাণী সংগ্রহ, দখলে রাখা, আমদানি করা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৪, ৩৯ ও ৪০ মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ।
	৭।চিড়িয়াখানা স্থাপনে অনুমতি।- (১) বিধি যারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বেসরকারি চিড়িয়াখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে না। (২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে স্থাপিত বেসরকারি চিড়িয়াখানাসমূহকে আইন জারির তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) উপধারা (১) ও (২) এর বিধান মোতাবেক অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চিড়িয়াখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিলে এই আইনের অধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৭, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ৬, ২৪ ও ২৮ মোতাবেক লাইসেন্স বা ক্ষেত্র মতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা সংগ্রহ করতে পারবেন না। উক্ত আইনের ধারা ৫২, উপধারা (২) আওতায় ইতিমধ্যেই হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা ২০১৭, কুমির লালন-পালন বিধিমালা ২০১৯ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে আলোকে পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী সমূহ লালন-পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। প্রস্তাবিত চিড়িয়াখানা আইনে বেসরকারি পর্যায়ে চিড়িয়াখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদানের কথা বলা আছে যাহা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। কেননা এক্ষেত্রে প্রকৃতি থেকে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী সংগ্রহ/আটক করে চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করার প্রবনতা, পাচার ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে প্রকৃতিতে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়বে। কাজেই বেসরকারি চিড়িয়াখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান না করা যুক্তিযুক্ত।
	১২। প্রাণিসংগ্রহ ও প্রজনন ইত্যাদি।- (১) কোনো বেসরকারি চিড়িয়াখানার মালিক বা সংস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত দেশ বা বিদেশ হইতে বিদেশি প্রজাতির বণ্যপ্রাণী সংগ্রহ করিতে পারিবে না; (২) "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২" বা তাহার অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার অধীনে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত সম্মতিসাপেক্ষে উপবিধি (১) এর অধীনে সরকার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে; (৭) সরকার কোনো সংকটাপন্ন প্রাণী সংরক্ষণের জন্য যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১২, উপধারা (১) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২৮ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেননা উক্ত আইনের ধারা ২৮ বলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর,বাংলাদেশে CITES Appendix ভুক্ত প্রাণী আমদানির পারমিট ও CITES Appendix বহির্ভূত অন্যান্য প্রাণী আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তি পত্র ইস্যু করে থাকেন।লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত বন্যপ্রাণী সংগ্রহ, দখলে রাখা, আমদানি করা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৯ ও ৪০ মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর ধারা ৫২ উপধারা (২) মোতাবেক ইতিমধ্যেই হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা ২০১৭, কুমির লালন-পালন বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। পোষাপাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৮প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী সমূহ লালন-পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১২, উপধারা (৭) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৫ এর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা উক্ত আইনে দেশের জীববৈচিত্র, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব প্রধান ওয়ার্ডেন তথা বন অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত।
	১৩। প্রাণিসম্পদ সংরক্ষন।- (১) চিড়িয়াখানায় প্রাণিজসম্পদ অর্থাৎ জীবিত প্রাণী ব্যতীত মৃত বা জীবিত লার্ভি, ভ্রূণ, ডিম বা ডিম্বাণু, শুক্রাণু বা প্রাণীর দেহের এমন	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১৩, উপধারা (১), (২) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ১০ ও ১১ এর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ১০ ও ১১ মোতাবেক লাইসেন্স বা

	অংশ যাহা হইতে উক্ত প্রাণী উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে অনুরূপ প্রাণীজসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারিবে। (২) মৃত প্রাণীর মমি প্রস্তুতপূর্বক প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করিতে পরিবে।	ক্ষেত্রমতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি সংগ্রহ, দখলে রাখা বা প্রদর্শণ করতে পারবেন না। উক্ত আইনের ধারা ১০ ও ১১ লঙ্ঘন করলে ধারা ৩৯ মোতাবেক দন্ডের বিধান রয়েছে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার ধারাবাহিক

	১৭। গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম।-(১) কর্তৃপক্ষ, প্রাণীর মৃত্যু শঙ্কা নাই এই রূপ যে কোনো গবেষণা কার্যে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১৭, উপধারা (১) নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হলো। ১৭। গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম।-(১) কর্তৃপক্ষ, চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণী যাহার মৃত্যু শঙ্কা নাই এরূপ যে কোনো গবেষণা কার্যে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।।
	১৮। বিনিময় বা হস্তান্তর।-(১)চিড়িয়াখানার সংগ্রহ বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি নিজেদের মধ্যে প্রাণি বিনিময় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন। (২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিনিময় বা হস্তান্তর মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিরেকে করা হইলে তাহা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১৮, উপধারা (১) (২) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ১২ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর ধারা ১২ মোতাবেক প্রধান ওয়ার্ডেন বা ক্ষেত্রমতে ওয়ার্ডেন কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী বা ট্রফি দান, বিক্রয়, হস্তান্তর বা পরিবহন করতে পারবেন না।উক্ত ধারা লঙ্ঘন করলে তা বন্যপ্রাণী আইনের ধারা ৩৯ মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ।
	২১। সরকারি নির্দেশমালা জারি ইত্যাদি।- এই আইনের অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার চিড়িয়াখানাসমূহে প্রাণীকল্যাণ ও দর্শনার্থীর সুবিধাদির জন্য সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশমালা জারি করিতে পারিবে (ক) প্রাণীর আবাসন ও খাদ্য সরবরাহ; (খ) প্রাণীর চিকিৎসা; (গ) প্রাণী ও দর্শনার্থীর নিরাপত্তা; (ঙ) চিড়িয়াখানার পরিচ্ছন্নতা; (চ) প্রাণীর প্রজনন; (ছ) প্রাণিসংগ্রহ ও হস্তান্তর; (জ) প্রাণিপ্রদর্শন; (ঝ) চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহ রেজিস্টার (Z00 Inventory); (ঞ) শিক্ষা, বিনোদন এবং দর্শনার্থীর সেবা।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ২১ (চ) (ছ) (জ)বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর সাথে সাংঘর্ষিক। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ৬, ২৪ ও ২৮ মোতাবেক লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমতে পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা সংগ্রহ করতে পারবেন না। ধারা ৩৪ মোতাবেক উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য দন্ডের বিধান ও রয়েছে। এমতাবস্থায় লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত বন্যপ্রাণী সংগ্রহ, লালন-পালন বা ট্রফি থাকলে তা অবৈধ ও দন্ডযোগ্য অপরাধ।বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২ এর ধারা ১২ মোতাবেক প্রধান ওয়ার্ডেন বা ক্ষেত্রমতে ওয়ার্ডেন কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী বা ট্রফি দান, বিক্রয়, হস্তান্তর বা পরিবহন করতে পারবেন না।

০২। “Department of Livestock গবাদি পশু নিয়ে আইন কিংবা বিধি প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বন্যপ্রাণী (Wildlife) নিয়ে আইন করতে পারেন না। ১৯২৭ সনের বন আইনে বন্যপ্রাণী কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী,বন ইকোসিস্টেমেরই অংশ। Livestock Department বন্যপ্রাণী দ্বারা গঠিত চিড়িয়াখানার জন্য আইন করার এখতিয়ার নেই। বন্যপ্রাণীকে খাঁচায় (Cage) আবদ্ধ করলে কিংবা ঘেরা-বেড়া (enclosure) দিয়ে চিড়িয়াখানা সৃষ্টি করে সেখানে প্রতিপালন ও প্রদর্শন করা হলে ঐ বন্যপ্রাণী গবাদিপশু হয়ে যায়না। চিড়িয়াখানার বন্যপ্রাণীর জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ প্রযোজ্য।

০৩। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মতামত আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আলমগীর)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০২৬০।

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃঃ আঃ উপসচিব, আইন অধিশাখা)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।